ন্যায়সম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণ

আমরা সাধারণভাবে জানি, যে জ্ঞান সরাসরি আহরণ করা হয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় ও মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করি তা হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়া দরকার। অবশ্য আত্মার সঙ্গে মন, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলে তবেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ন্যায় সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্র গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নংজ্ঞানং অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ থেকে যে অব্যাপদেশ্য (অশাব্দিক), অব্যভিচারী (নিঃসন্দিগ্ধ বা অভ্রান্ত) এবং ব্যবসায়াত্মক(জ্ঞানাত্মক) অর্থাৎ সুনিশ্চিত জ্ঞান জন্মায় তাকে প্রত্যক্ষ বলে।

তাই অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্’ - অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। এখানে ‘ইন্দ্রিয়’ বলতে চক্ষুরাদি বহরিন্দ্রিয় ও মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়েছে। ‘অর্থ’ বলতে উক্ত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য যে কোন বিষয়কে বোঝানো হয়। এই সব ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের সহিত সংযোগাদি সন্নিকর্ষের সাহায্যে উৎপন্ন জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যেমন ‘ঘট’ একটি বিষয়, তার সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ, চক্ষুর সঙ্গে মন, মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলে ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তা প্রকাশ করা হয়, ‘এই ঘটটিকে আমি জানি’ বা ‘আমার এই ঘটের জ্ঞান আছে’।

প্রত্যক্ষের এই লক্ষণের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এরূপ হতে পারে যে, এই বিশ্ব জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞান রয়েছে, অথচ ঈশ্বরের কোন ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হয় না। কারণ ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় স্বীকার করলে তিনি সসীম হয়ে যাবেন, কিন্তু ঈশ্বর অসীম। তাহলে উক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ যদি স্বীকার করা হয় তাহলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে লক্ষণটি প্রযোজ্য না হওয়ায় লক্ষণে অব্যাপ্তি হবে।

উত্তরে বলা যায়, গ্রন্থকার অনিত্য জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঐরূপ লক্ষণ করেছেন। সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হলেও, তার লক্ষণ এক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অনভিপ্রেত। আমাদের মতো অনিত্য জীবের প্রত্যক্ষে লক্ষণটি প্রযোজ্য হোক, এটিই অভিপ্রেত। তাই লক্ষণে আর কোন দোষ হবে না।

খ) প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বিবিধ। নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। এখানে ‘বিকল্প’ শব্দের অর্থ হল বিশেষণ। কোন বস্তুকে যা বিশেষিত করে, তাই হল বিকল্প বা বিশেষণ। যে জ্ঞানে কোন বিকল্প বা বিশেষণ থাকে না অর্থাৎ যে জ্ঞান নিজের বিষয়ীভূত পদার্থের কোন বিশেষণের সম্বন্ধকে না বুঝিয়ে কেবলমাত্র ঐ ঐ পদার্থের স্বরূপকে বোঝায় বা বিশেষণ বর্জিত বস্তুর জ্ঞান জন্মায় তাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে।

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্’ অর্থাৎ প্রকার বিযুক্ত জ্ঞান হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। প্রকার শব্দের অর্থ হল বিশেষণ বা বিষয়ের সেই অংশ যা বিশেষ্য বা বস্তুকে বিশেষিত করে বা অন্য কোন বিষয় থেকে পৃথক করে। অন্যভাবে বলা যায়, এক বস্তু থেকে অন্য বস্তু যে পৃথক তা বোঝা যাবে এই প্রকার বা বিশেষণের দ্বারা। যেমন ঘট নামক বিশেষ্য(বস্তুর)-র বিশেষণ বা প্রকার হল ‘ঘটত্ব’। সুতরাং নিষ্প্রকারক জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যেখানে বিষয় বস্তুর কোন বিশিষ্টতা প্রকাশিত হয় না বা যে জ্ঞান প্রকার বা বিশেষণকে বিষয় করে না।

যেমন, আমি চোখ মেলে একটি ঘট দেখলাম, এই অবিশিষ্ট বা প্রকারহীন ঘটের জ্ঞান হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। দীপিকাটীকায় এই সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধানবগাহি জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্' অর্থাৎ নিষ্প্রকারক জ্ঞানের বিষয়াংশে কোন বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ থাকে না অথবা বলা যায় নির্বিকল্পক জ্ঞানটি বিশেষণের সহিত যুক্ত কোন বিশেষ্যরূপে প্রকাশিত হয় না। সুতরাং বলা যায়, নির্বিকল্পক জ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্য - বিশেষ্য যার বিষয় হয় না, বিশেষণ যার বিষয় হয় না এবং উভয়ের সম্বন্ধ যার বিষয় হয় না।

আবার কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘বালমূকাদিসদৃশং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্’ এখানে অভিপ্রায় এই যে, বালকের বস্তুর নাম না জানার জন্য এবং মূক ব্যক্তির বাক্‌শক্তিহীনতার জন্য উভয়ের জ্ঞান যেমন শব্দ দ্বারা প্রকাশযোগ্য হয় না, তেমনি বিশেষণ বর্জিত বস্তুটির বোধক উপযুক্ত একটিও শব্দ না থাকায় নির্বিকল্পক জ্ঞানও প্রকাশযোগ্য হয় না। তাই এই জ্ঞানের যথার্থ কোন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ঃ বিকল্পের সহিত বর্তমান যে জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিকল্প বা বিশেষণ বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়, তাকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। অন্নংভট্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্' - অর্থাৎ প্রকার বা বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হল সবিকল্পক জ্ঞান। এখানে বিশেষণ শব্দ দ্বারা নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

তাইত দীপিকাটীকাতে বলা হয়েছে - 'নামজাত্যাদিবিশেষণবিশেষ্য সম্বন্ধাবগাহি জ্ঞানং সবিকল্পকম্' - অর্থাৎ নাম, জাতি প্রভৃতি বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্যের সম্বন্ধের বোধ হয় যে জ্ঞানে তাকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে। যেমন ডিত্থ অয়ম্, ব্রাহ্মণঃ অয়ম্ , শ্যামঃ অয়ম্ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে ডিত্থ একটি নাম, ব্রাহ্মণ একটি জাতি, শ্যাম একটি গুণ ইত্যাদি। নাম, জাতি, গুণ বিশেষণরূপে সেই সেই বিশেষ্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে জ্ঞানের বিষয় হয়েছে। তাই এগুলি সবিকল্পক জ্ঞানের উদাহরণ।

গ) এখন প্রশ্ন হল নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করব কেন ? যে জ্ঞানে বিশেষণ বিষয় হয় না, আবার বিশেষণ বর্জিত যখন কোন বস্তুর জ্ঞান হতে পারে না বা জ্ঞান মাত্রই যখন বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তু বিষয়কই হয়, তখন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? আর প্রমাণই বা কি ?

উত্তরে বলা যায়, নির্বিকল্পক জ্ঞান হল প্রকার বা বিশেষণ বর্জিত বস্তুর স্বরূপ মাত্রের পরিচায়ক। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষমাত্র যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই নির্বিকল্পক জ্ঞান বা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। পরক্ষণে এই জ্ঞান বিশেষণযুক্ত হয়ে সবিকল্পক জ্ঞান হিসেবে প্রতিভাত হয়। সহজ কথায় বলা যায়, এই সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে বোঝার জন্যই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করতে হয়।

আবার সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অনুব্যবসায় বা মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আর নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রমাণ হিসেবে দীপিকাটীকাতে অন্নংভট্ট বলেছেন, ‘গৌরিতি বিশিষ্টজ্ঞানং বিশেষণজ্ঞানজন্যং বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ দন্ডীতি জ্ঞানবৎ’ - অর্থাৎ ‘গোরু’ এই বিশিষ্টজ্ঞানটি বিশেষণ জ্ঞানজাত - কেননা এটি একটি বিশিষ্টজ্ঞান, যেমন দন্ডী ইত্যাদি জ্ঞান। দন্ডী অর্থাৎ দণ্ডধারী এই বিষয়ের জ্ঞান হতে গেলে পূর্বে দণ্ডের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। বক্তব্য এই যে, গোরু হল গোত্ব বিশিষ্ট বস্তু।

গোত্ব এই বিশেষণের জ্ঞান হলে তদ্ বিশিষ্ট বস্তু গোরুর জ্ঞান হয়। এখানে গোরু হল সবিকল্পক জ্ঞান এবং গোত্ব হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। এই গোত্বরূপ বিশেষণ জ্ঞানকে সবিকল্পক বলে অভিহিত করা যাবে না। কেননা, তার জন্য গোত্বত্ব রূপ বিশেষণের জ্ঞানের প্রয়োজন হবে এবং এইভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। সুতরাং এই দোষ নিবারণের জন্য বিশেষণের জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান হিসেবেই স্বীকার করতে হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ